ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

শ্রেণিঃ কেজি

পাঠ ১ - আল্লাহর পরিচয়

আকাশ-বাতাস, চাঁদ, তারা, সূর্য, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখি অর্থাৎ সমস্ত জগতকে মহান আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন।

মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি অনাদি ও অনন্ত।

মহান আল্লাহ তায়ালা নিখুতভাবে সবকিছু রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করছেন।

আমরা আল্লাহর বান্দা। আমাদের জন্ম ও মৃত্যুর মালিকও আল্লাহ। আমরা তাঁরই ইবাদত করি।

আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম। ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি।

যারা ইসলামের মূল বিষয়গুলো বিশ্বাস করে এবং কুরআন-হাদিসের নিয়মকানুন সঠিক ভাবে মেনে চলে, তারাই মুমিন বা মুসলিম।

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

১। আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কে ?

২। কে এক ও অদ্বিতীয় ?

৩। আমরা কার বান্দা ?

৪। এই পৃথিবীর সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন ?

৫। এই পৃথিবীর সবকিছু কে পরিচালনা করেন ?

৬। আমাদের ধর্মের নাম কী ?

৭। ইসলাম শব্দের অর্থ কী ?

৮। মুমিন কারা ?

পাঠ ২ - ইমান

ইমান একটি আরবি শব্দ যার অর্থ বিশ্বাস। ইমান ইসলামের মূল ভিত্তি।
জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনই হল ইমান।
তাওহিদ, ইমান ও ইসলামের মূল ভিত্তি হলো কালেমা তায়্যিবা।
কালেমা তায়্যিবা অর্থ হলো পবিত্র বাক্য। এ কালেমা স্বীকার না করলে কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না।

কালেমা তায়্যিবা

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।
অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। হযরত মূহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসুল।

অন্যদিকে কালেমা শাহাদাত হলো- সাক্ষ্য দানের বাক্য। অর্থাৎ এ কালেমা দ্বারা ইমানের সাক্ষ্য দেওয়া হয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে বিশ্বাস করে, কলেমা শাহাদাত পাঠ করে আল্লাহর উপর ইমান আনতে হয়।

কালেমা শাহাদত

আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।
অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।
সুতরাং আমরা শুদ্ধভাবে কালিমা পড়ব এবং কালিমার মর্মার্থ অনুসারে আমল করব।

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

১। ইমান শব্দের অর্থ কী ?

২। ইমান কাকে বলে ?

৩। তাওহিদ, ইমান ও ইসলামের মূল ভিত্তি কী ?

৪। কালেমা তায়্যিবার অর্থ কী ?

৫। কালেমা শাহাদাতের অর্থ কী ?

৬। আমরা কোন কালিমার মাধ্যমে ইমানের সাক্ষ্য প্রদান করি ?

৭। কিভাবে আল্লাহর অপর ইমান আনতে হয় ?

৮। কালেমা তায়্যিবা অর্থসহ শুদ্ধভাবে বল।

৯। কালেমা শাহাদাত অর্থসহ শুদ্ধভাবে বল।

পাঠ ৩ - নবি-রাসুল

মানুষকে পথ দেখানোর জন্য, আল্লাহর পথে ডাকার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে অনেক নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। নবি-রাসুলগণ ছিলেন মানুষের জন্য আদর্শ শিক্ষক। তাঁরা মানুষকে হাতে-কলমে আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধানের শিক্ষা দিতেন।

এই পৃথিবীতে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবি হলেন হযরত আদম (আ)। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিজেই সৃষ্টি করেছেন।

আর শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হলেন হযরত মুহাম্মদ (স)। হযরত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। এবং তিনি ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

শিশুকাল থেকে তিনি সবসময় সত্য কথা বলতেন। মানুষের উপকার করতেন। কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। সকলের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। সেজন্য সবাই তাঁকে ভালবাসত। বিশ্বাস করত। আল আমিন বলে ডাকত। আল আমিন এর অর্থ পরম বিশ্বস্ত।

হযরত মুহাম্মদ (স) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন। দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে হযরত মুহাম্মদ (স) এর ওপর কুরআন মজিদ নাজিল হয়েছিল।

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

১। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে কেন অনেক নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন?

২। আমাদের প্রথম নবির নাম কী ?

৩। পৃথিবীর শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি কে ?

৪। হযরত মুহাম্মদ (স) কবে ও কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?

৫। হযরত মুহাম্মদ (স) কবে ও কোথায় ইন্তেকাল করেন ?

৬। 'আল আমীন' এর অর্থ কী ?

৭। হযরত মুহাম্মদ (স) কে কেন সবাই 'আল আমীন' বলে ডাকত ?

৮। কুরআন মজিদ কার ওপর নাজিল হয়েছিল ?

৯। কুরআন মজিদ কত বছর ধরে নাজিল হয়েছিল ?

পাঠ ৪ - ইবাদত

আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (স)-এর কথামতো কাজ করাকে ইবাদত বলে।

ইবাদত অর্থ কাজ করা, আমল করা, গোলামি করা।

আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (স)-এর কথামতো সব কাজ করলে সবকিছুই ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে।

ইবাদত করলে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন।

আমরা শুধু মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করব।

সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হচ্ছে সালাত। সালাত ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি। সালাত জান্নাতের চাবিকাঠি।

দিনে-রাতে মোট পাঁচবার সালাত আদায় করতে হয়।

সাত বছর বয়স থেকে সকল মুসলমানদের ওপর সালাত আদায় করা ফরজ করা হয়েছে।

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

১। ইবাদত শব্দের অর্থ কী?

২। ইবাদত কাকে বলে ?

৩। আমরা শুধু কার ইবাদত করব ?

৪। ইবাদত করলে কে সন্তুষ্ট হন?

৫। কোন কাজ ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে?

৬। ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি কী ?

৭। সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত কোনটি ?

৮। জান্নাতের চাবিকাঠি কী ?

৯। দিনে-রাতে মোট কত বার সালাত আদায় করতে হয় ?

১০। কত বছর বয়স থেকে মুসলমানদের ওপর সালাত ফরজ ?

পাঠ ৫ - কুরআন মজিদ শিক্ষা

কুরআন মজিদ আল্লাহর কালাম। এটি মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

কুরআন মজিদের ভাষা আরবি। আরবিতে ২৯ টি অক্ষর আছে। আরবি অক্ষরগুলোকে হরফ বলে। এই হরফগুলো শিখতে পারলে আমরা কুরআন মজিদ পড়তে পারব। আরবি হরফগুলো পড়তে ও লিখতে হয় ডানদিক থেকে।

নিচে আরবি ২৯ টি হরফের সাথে আমরা পরিচিত হই-

د	خ	ح	ج	ث	ت	ب	ا
ط	ض	ص	ش	س	ز	ر	ذ
م	ل	ك	ق	ف	غ	ع	ظ
ي		ء		ه		و	ن

সহজে চেনার জন্য প্রতিটি আরবি হরফের উচ্চারণ বাংলাতে দেওয়া আছে ...

ث	ت	ب	ا
ছা	তা	বা	আলিফ

د	خ	ح	ج
দাল	খা	হা	জিম

س	ز	ر	ذ
ছিন	যা	রা	যাল

ط	ض	ص	ش
তোয়া	দোয়াদ	সোয়াদ	শীন

ف	غ	ع	ظ
ফা	গইন	আইন	যোয়া
م	ل	ك	ق
মিম	লাম	কাফ	ক্বাফ

ي	ء	ه	و	ن
ইয়া	হামযা	হা	ওয়াও	নূন

আরবি হরফের উপরে বা নিচে বিন্দু বা ফোঁটার মত যে চিহ্ন রয়েছে, তাকে **নুকতা** বলে।

আরবি ২৯টি হরফের মধ্যে ১৫টিতে নুকতা আছে এবং ১৪ টি হরফে নুকতা নেই।

নুকতাযুক্ত হরফ ১৫টি

ش	ز	ذ	خ	ج	ث	ت	ب
	ي	ن	ق	ف	غ	ظ	ض

নুকতাবিহীন হরফ ১৪টি

ك	ع	ص	س	ر	د	ح	ا
			ء	ه	و	م	ل

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

১। কুরআন মজিদ কাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ?

২। কুরআন মজিদের ভাষা কী ?

৩। আরবি বর্ণমালা কয়টি ?

৪। আরবি হরফগুলো কোন দিক থেকে পড়তে ও লিখতে হয় ?

৫। আরবি হরফগুলো লিখ।

৬। নুকতা কাকে বলে?

৭। নুকতাযুক্ত হরফ কয়টি ও কী কী লিখ।

৮। নুকতাবিহীন হরফ কয়টি ও কী কী লিখ।

পাঠ ৬ - দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যার পরিপূর্ন বিবরণ ইসলাম দেয়নি।
ইসলাম প্রাত্যহিক জীবনের সব ক্ষেত্রেই দিয়েছে সহজ ও ভারসাম্যপূর্ণ নিয়মকানুন।
তাই মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিছু দোয়া পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।

সালাম বিনিময়ঃ সালাম হলো শান্তির জন্য দোয়া করা। এটি একটি ইবাদত। সালাম বিনিময় পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দেয়।

কারো সাথে দেখা হলে অন্য কিছু না বলে প্রথমে "আসসালামু আলাইকুম" বলে সালাম দিতে "আসসালামু আলাইকুম" এর অর্থ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

সালামের জবাবে বলতে হবে "ওয়া আলাইকুমুস সালাম"। "ওয়া আলাইকুমুস সালাম" এর অর্থ আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক।

সালাম হলো ইমানের অঙ্গ এবং জান্নাতে প্রবেশের একটি রাস্তা। যে আগে সালাম দিবে সে বেশি সওয়াব পাবে। হযরত মুহাম্মদ (স) আগে সালাম দিতেন।

আউযুবিল্লাহঃ এটি হচ্ছে শয়তান, খারাপ মানুষের ক্ষতি থেকে বাঁচার দোয়া।

সম্পূর্ণ আউযুবিল্লাহ হচ্ছে –

"আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম"

অর্থঃ বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

কেউ সম্পূর্ণ আউযুবিল্লাহ পড়লে আল্লাহ তায়ালা তাকে আশ্রয় দেন, সাহায্য করেন, অনিষ্ট থেকে বাঁচান। শয়তানের প্রভাব থেকে রক্ষা করেন।

কুরআন মজিদ পড়ার আগে অবশ্যই সম্পূর্ণ আউযুবিল্লাহ পড়তে হবে।

বিসমিল্লাহঃ যেকোনো ভালো কাজ ভালোভাবে শুরুর দোয়া।

সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহ হচ্ছে – "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

অর্থ- পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সকল ভালো কাজের আগে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলতে হয়। বিসমিল্লাহ বলে কোনো কাজ শুরু করলে আল্লাহ তায়ালা সেই কাজে বরকত দেন। কাজটি ভালো হয়, সুন্দর হয় এবং সহজে সমাধান হয়।

কুরআন মজিদ পাঠের আগে সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহ পড়তে হবে। তার আগে সম্পূর্ণ আউযুবিল্লাহ পড়তে হবে।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, 'প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যদি আল্লাহকে স্মরণ না করে শুরু করা হয়, তাহলে তা বরকতহীন হয়ে যায়।' (মুসনাদে আহমদ ১৪/৩২৯)

আলহামদুলিল্লাহঃ আলহামদুলিল্লাহ এর অর্থ সকল প্রশংসা আল্লাহরই।

ভালো কোনো কিছু দেখলে বা শুনলে এবং কোন ভালো কাজ শেষ করলে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ স্বরূপ আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয়। কেউ আলহামদুলিল্লাহ বললে তাঁকে আল্লাহ সওয়াব দেন এবং এটা সর্বোত্তম দোয়া।

সুবহানাল্লাহঃ সুবহানাল্লাহ এর অর্থ সকল পবিত্রতা আল্লাহর ।

আল্লাহর কুদরতের কথা শুনলে বা দেখলে, আশ্চর্যজনক ভালো কোনো কাজ হতে দেখলে কিংবা বিস্ময়কর ভালো কোনো কথা শুনলে সাধারণত এটি বলা হয়ে থাকে।

একবার আলহামদুলিল্লাহ বললে জান্নাতে একটি গাছ তৈরি হয়। আর একবার সুবহানাল্লাহ বললে সেই গাছে আল্লাহ তায়ালা একটি ফল তৈরি করে দেন।

মাশাআল্লাহঃ মাশাআল্লাহ এর অর্থ আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই হয় ।

এটি আলহামদুলিল্লাহ এর মতোই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে কোনো সুন্দর এবং ভালো কাজ দেখলে এটি বলতে হয়।

ইনশাআল্লাহঃ ইনশাআল্লাহ এর অর্থ মহান আল্লাহ যদি চান ।

ভবিষ্যতের হবে, করবো বা ঘটবে এমন কোনো ভালো কাজের ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বলতে হয়। ইনশাআল্লাহ বললে আল্লাহ খুশি হন। আল্লাহ খুশি হলে কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। ভবিষ্যতের বাধাবিপত্তি কেটে যায়।

যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কাজই আমাদের দ্বারা করা সম্ভব নয় তাই আমাদের উচিত প্রতিটি কাজ করার আগে ইনশাআল্লাহ বলে নেওয়া।

নাউযুবিল্লাহঃ নাউযুবিল্লাহ এর অর্থ আমরা মহান আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

যে কোনো মন্দ ও গুনাহের কাজ দেখলে তার থেকে নিজেকে আত্মরক্ষার্থে এটি বলতে হয়।

আসতাগফিরুল্লাহঃ আসতাগফিরুল্লাহ এর অর্থ আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।

অনাকাঙ্খিত কোনো অন্যায় বা গুনাহ হয়ে গেলে এটি বলতে হয়।

জাযাকাল্লাহ খাইরঃ জাযাকাল্লাহ খাইর এর অর্থ মহান আল্লাহ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

কেউ আপনার কোনো উপকার করলে তাকে জাযাকাল্লাহ খাইর বলতে হয়।

আল্লাহ হাফেজঃ আল্লাহ হাফেজ অর্থ মহান আল্লাহ সর্বোত্তম হেফাজতকারী।

কারও কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আল্লাহ হাফেজ বলতে হয়।

খাওয়ার শুরু করার দোয়াঃ

বিসমিল্লাহি ও'আলা বারকাতিল্লাহ ।

অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং আল্লাহ তায়ালার বরকতের সাথে এ খাবার খাচ্ছি।

খাওয়ার শেষ করার দোয়াঃ

আলহামদুলিল্লাহিল্লাজী আত্ব আ'মানি ওয়া ছাক্কানি ওয়া জাআলানি মিনাল মুছলেমীন।

অর্থঃ সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জন্য যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।

খাওয়ার শুরুতে দোয়া পড়তে ভুলে গেলে খাওয়ার মাঝে স্মরণ আসার পর এই দোয়া পড়তে হয়।

বিসমিল্লাহি আওওয়ালাহু ওয়া আখীরাহ।

অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু এবং শেষ করছি।

টয়লেটে যাওয়ার আগে দোয়া

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুবসী ওয়াল খাবায়িস।

অর্থঃ হে আল্লাহ ! আমি মন্দ কাজ ও শয়তান থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দোয়া

গুফরানাকা আলহামদুলিল্লাহিল্লাযি আজহাবা আন্নিল আজা ওয়া আফানী।

অর্থঃ আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার কাছ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু বের করে দিয়েছেন এবং আমাকে নিরাপদ করেছেন।

হাঁচি দিলে বলতে হবে -

আলহামদুলিল্লাহ

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহরই।

হাঁচির উত্তরে বলতে হবে -

ইয়ারহামুকাল্লাহ।

অর্থঃ আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন।

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

০১। কারো সাথে দেখা হলে আমরা কী বলব?

০২। সালামের জবাব কীভাবে দিতে হয়?

০৩। শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য কোন দোয়া পড়তে হয়?

০৪। কুরআন মজিদ পড়ার আগে কোন কোন দোয়া অবশ্যই পড়তে হয়?

০৫। কোনো ভালো কাজের আগে কী বলতে হয়?

০৬। আলহামদুলিল্লাহ শব্দের অর্থ কী? কখন ও কেন আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয়?

০৭। সুবহানাল্লাহ শব্দের অর্থ কী? কখন সুবহানাল্লাহ বলতে হয়?

০৮। আলহামদুলিল্লাহ ও সুবহানাল্লাহ বললে জান্নাতে কী কী তৈরি হয়?

০৯। আলহামদুলিল্লাহ এর মতো আর কি শব্দ ব্যবহার করা হয়? তার অর্থ বল।

১০। ইনশাআল্লাহ শব্দের অর্থ কী? কখন ও কেন ইনশাআল্লাহ বলতে হয়?

১১। নাউযুবিল্লাহ শব্দের অর্থ কী? কখন ও কেন নাউযুবিল্লাহ বলতে হয়?

১২। অনাকাঙ্খিত কোনো অন্যায় বা গুনাহ হয়ে গেলে কী বলতে হয় ? তার অর্থ বল।

১৩। জাযাকাল্লাহ খাইর শব্দের অর্থ কী? কখন জাযাকাল্লাহ খাইর বলতে হয়?

১৪। কারও কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কী বলতে হবে? তার অর্থ বল।

১৫। খাওয়া শুরু করার সময় কোন দোয়া পড়তে হয়? তার অর্থ বল।

১৬। খাওয়া শেষ করার সময় কোন দোয়া পড়তে হয়? তার তার অর্থ বল।

১৭। খাওয়া শুরুতে দোয়া পড়তে ভুলে গেলে খাওয়ার মাঝে স্মরণ আসার পর কোন দোয়া পড়তে হয়? তার অর্থ বল।

১৮। টয়লেটে যাওয়ার আগে কোন দোয়া পড়তে হয়? তার অর্থ বল।

১৯। টয়লেটে থেকে বের হওয়ার সময় কোন দোয়া পড়তে হয়? তার অর্থ বল।

২০। হাঁচি দিলে এবং তার উত্তরে কী কী বলতে হবে? তাদের অর্থ বল।